যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কেরিয়ার তৈরির আগে
সঠিক ধারণা থাকা দরকার

যে কোনও কাজ করার আগে যে জিনিসটি সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় তা হল নিজের প্রতি বিশ্বাস। আপনার যদি নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকে তাহলে স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা আপনি নিজেই। এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ দোলা মজুমদার। তাঁর মতে, ‘সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রতি আপনার বিশ্বাস তখনই জন্মাবে যখন আপনার তার প্রতি আগ্রহ থাকবে। কারণ, আগ্রহ থাকলে তবেই আপনি সেই বিষয়টির ওপর মনোযোগ দিতে পারবেন। নচেৎ সেটি সম্ভব নয়। কারণ, কোনও বিষয় জোর করে মানুষের প্রতি চাপিয়ে দিলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর স্বপ্ন অধরা থেকে যায়।’

যে কোনও কাজে সফলতার জন্য যোগ্যতা আর দক্ষতার বিকল্প নেই। আমরা প্রত্যেকেই আগামী দিনের একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি দক্ষতা, যোগ্যতা আর সততায় পরিপূর্ণ সুন্দর একটি সমাজ জীবনের। মনে রাখতে হবে, যোগ্যতার বিকল্প কেবলমাত্র যোগ্যতাই হতে পারে। কঠিন বাস্তবতা হল যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি পরিবার, সমাজ ও দেশের সম্পদ আর অযোগ্য অদক্ষ জনশক্তি হল দেশের বোঝা। আর এই তীব্র প্রতিযোগিতা মুখর পৃথিবীতে নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থান তৈরির জন্য প্রশাসনিক ও পেশাগত নেতৃত্ব করায়ত্ত করার জন্য দক্ষতা আর ঈর্ষণীয় কেরিয়ার গঠনে সকলের প্রত্যয়দীপ্ত হওয়া উচিত।

কেরিয়ার কী

কেরিয়ার শব্দটি ইংরেজি যার অর্থ জীবনের পথে অগ্রগতি বা অগ্রসর হওয়া। মূলত, জীবনের চূড়ান্ত বা ঈপ্সিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে জীবনকে উন্নত ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, প্রকৃতপক্ষে পেশাগত জীবনে উন্নততর ও চিত্তাকর্ষক অবস্থান তৈরি করে মডেলে পরিণত হওয়াই কেরিয়ার। মোদ্দাকথা জীবনে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন ও এর যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে জীবনের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করাই হল কেরিয়ার।

কেরিয়ার গঠন নিয়ে ভুল ধারণা

কেরিয়ার বলতে আমরা অনেকেই মনে করি বড়

এরপর তিনের পাতায়

কেরিয়ার তৈরির আরও টিপস | দুই ও তিনের পাতায়

কেরিয়ারের উন্নতিতে মেন্টরের ভূমিকা

আগে একটা সময় ছিল যখন চাকরির তালিকা তৈরি করতে বেশি সময় লাগত না। সেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল। এখন সময় পাল্টেছে। বর্তমানে চাকরির নানা পথ খোলা। তালিকা তৈরি করতে বসলে শেষ হবে না। এক একটা ক্ষেত্রে এক একটা প্রফেশন। কী ছেড়ে কী করবেন ভেবেই উঠতে পারবেন না। যাঁর যেমন যোগ্যতা, যাঁর যেদিকে প্যাশন, সে সেটাকেই কেরিয়ারের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। আপনি সায়েন্স, আর্টস কিংবা কর্মাস নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন। এরপর হাজারটা কোর্স রয়েছে। কোনটা আপনার জন্য ঠিকঠাক বোঝাটাই চাপ। এই সময় অনেকে এমন পদক্ষেপ নিয়ে বসে যাতে ৫ বছর পর পস্তাতে হয়। এমন কিছু নিয়ে পড়াশোনা করে ৩ বছর নষ্ট করল, সেটা পরে দেখল তার জন্য নয়। অথবা ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর বুঝল এই কোর্স তার জন্য নয়। মন বসছে না। তখন অনেকে ছেড়ে দেয়,আবার কেউ কেউ অনিচ্ছা সত্ত্বেও চালিয়ে যায় পড়াশোনা। এতে খারাপ হয় ছাত্রদেরই। কারণ মনের মতো কেরিয়ার তারা পায় না। তখনই বিপত্তি হয়।

আর এই সব কিছুর জন্য প্রত্যেকের ওপরই একজন মেন্টরের ভূমিকা কাজ করে। এখন কেরিয়ার কাউন্সিলর বা মেন্টরের কাছে যাওয়া খুবই

এরপর দুইয়ের পাতায়

চাকরির খোঁজ-খবর আর টিপস | পাঁচ, ছয়, সাত ও আটের পাতায়

ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল মূলধন

একটা ব্যবসা শুরু করা মোটেই সহজ কাজ নয়। তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। প্রথমেই যে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন তাঁকে বুঝতে হবে, চাকরি আর ব্যবসা এক জিনিস নয়। এতে প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট সময়ে যেমন টাকা আসবে না, তেমনি শুরুর সময়ে লাভ না হয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য মানসিক জোর থাকা প্রয়োজন। যে কোনও সময়ে ব্যবসায় সমস্যা সৃষ্টি হতেই পারে তার জন্য আগে থেকে নিজে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। ব্যবসার জন্য পরিকল্পনা, মূলধন, পরিচালনা করার দক্ষতা খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। তাছাড়া দরকার, হার না মানা জেদ। তাহলেই আপনি এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারবেন। কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে আপনার অংশীদারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেও আপনি সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ব্যবসায় খুব চলজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও একটি বড় বিষয়। কোনও বড় সমস্যা দেখা দিলে আপনি যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আর সেই অনুযায়ী ব্যবসায় নেতৃত্ব দিতে পারেন।

সাধারণত যখন একটি ভালো ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন অনেকটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে অনেক পরামর্শ আছে যা বিবেচনা করা যেতে পারে। ব্যবসার মালিককে অবশ্যই ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার আগে সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা করতে হবে। মূলধন ছাড়া ব্যবসা সম্ভব না। মূলধন হল

ব্যবসার নানান কথা | চারের পাতায়

ব্যবসার একধরনের চাবিকাঠি। আপনি যে কোনও ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে যান না কেন মূলধন অবশ্যই লাগবে। মূলধন ছাড়া ব্যবসা শুরু করা সম্ভব না।

এখন প্রশ্ন হল, মূলধন কোথা থেকে আসবে? ব্যবসার মূলধন জোগাড়ের অনেকগুলো সম্ভাব্য উপায় থাকতে পারে। যাইহোক আমাদের আগে বুঝতে হবে যে, কেন আমরা ব্যবসা করব? এমন অনেক লোক আছে যারা নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসাহী থাকে, কারণ তারা জানে যে একটি ভালো ব্যবসা থেকে আরও একটি ভালো বিনিয়োগের উপায় হতে পারে। আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন থাকি। আমাদের আর্থিকভাবে অটল থাকতে হবে এবং ব্যবসাকে আয়ের এটি ভালো উৎস হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থ বিনিয়োগ করে আয়ের জন্য যেসব ব্যবসায়িক কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। অর্থাৎ আমরা যা বিনিয়োগ করি সেই বিনিয়োগের কিছু কৌশল আছে, কীভাবে বিনিয়োগ থেকে মুনাফা করতে হয় তারও কিছু কৌশল আছে যেগুলো আমাদেরকে মানতেই হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবসায় আমারা যা বিনিয়োগ করি আয়, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখায়। ব্যবসার উদ্দেশ্য অর্থ সংরক্ষণ করা নয় বরং অর্থ তৈরি করার জন্য।

আপনি যে ব্যবসাটা শুরু করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে যদি আপনার কোনও প্রাথমিক ধারণা না থাকে, যথাযথ নির্দেশনা এবং পর্যাপ্ত মূলধন না থাকে, তাহলে সে ব্যবসাটা যেটা আপনি শুরু করতে যাচ্ছেন সেটা শুরু

এরপর পাঁচের পাতায়

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

কেরিয়ার

সফল মানুষেরা যে কারণগুলির জন্য সফল বলে গণ্য হয়

আমরা প্রায় কমবেশি সকলেই কাজে সফলতার আশা করি। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করার পর আমরা যদি সফলতা না লাভ করি, তাহলে আমাদের মনে অনেক ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতা তৈরি হয়। তবে অনেকেই সফল ব্যক্তিদের সফল হওয়ার পিছনে পক্ষে বা বিপক্ষে ভিন্ন মন পোষণ করেন। তবে এটা ঠিক যে, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না। আর পরিশ্রমের হাত ধরেই সফলতা আসতে বাধ্য।

অনেকের ধারণা, সফল ব্যক্তিরা শুধু কাজের পিছনেই ছুটে থাকেন। তাঁদের নেই কোনও বিনোদন, তাঁরা পরিবারকে কোনও সময় দেন না। এমনকী নিজেকেও তাঁরা সময় দেন না। আসলে ব্যাপারটি কিন্তু এমন না। তবে তাঁরা আজ সফল হওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। শুধু টাকার পিছনে ছুটলেই জীবনে সফল হওয়া যায় না। অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝেও চাই নিজের জন্য আলাদা একটি রুটিন। যা আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখবে, সম্পর্ক মধুর রাখবে এবং শরীরকে সুস্থ রাখবে।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সফল ব্যক্তিরা ব্যস্ত ঠিকই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের পরিবারকে সময় দেন না, এই কথা ঠিক নয়। বরং পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর মুহূর্তগুলিকে তাঁরা তাঁদের কাজের সময় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজে লাগান।

এছাড়াও দেখা যায়, সফল ব্যক্তিরা নিজের কাজের তালিকা আগেই নির্ধারণ করে নেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁরা চেষ্টা করেন ভিন্ন ধরনের কাজ করতে। যাতে কিছুদিন পর কাজের প্রতি অনীহা না আসে।

তবে অফিস ছুটির পর বাড়িতে গিয়ে হাত-পা গুটিয়ে না বসে থেকে পরিবারের কাজেও তাঁরা হাত লাগান। এভাবে তাঁরা নিজেদের সচল রাখতে ভালোবাসেন। আসলে সফল ব্যক্তিরা মনে করেন, সব কাজের মধ্যেই নতুন করে অনেক কিছু জানার আছে।

সেইসঙ্গে সব কাজ নিয়ম মেনে করতে হবে, এমন কিছুও সফল ব্যক্তিরা মনে করেন না। একটু ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে বেরিয়েও জীবনকে উপভোগ করার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে কোনও কিছু অজুহাত দেওয়া কোনও ভালো গুণের লক্ষণ নয়। প্রতিদিন ব্যায়াম করার জন্য আপনি যদি বলেন, পরিবারকে সময় দিতে পারেন না, সেই ধরনের অজুহাত ঠিক নয়। যে ব্যক্তি এই ধরনের কোনও অজুহাত দেন, তাহলে বুঝতে হবে, সেই ব্যক্তি কোনও কাজ সম্পূর্ণ না করতে পারলে একই অজুহাত দেবেন। অর্থাৎ সফল ব্যক্তিদের কাছে আগামিকাল বলে কোনও কথা হয় না, তাঁরা 'আজ'-এ বিশ্বাসী।

জীবনে বিনোদন একটি জরুরি বিষয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সারাদিন টিভি দেখে বা ইন্টারনেটে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট করে সময় কাটিয়ে দেওয়া। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই দুটো জিনিসের ব্যবহার খুবই জরুরি। কিন্তু এর পিছনে সারাদিন সময় নষ্ট করার কোনও দরকার নেই। আসলে সফল ব্যক্তিরা বিনোদনকে একটু আলাদাভাবে ভাবতে ভালোবাসেন। তাঁরা পরিবারকে নিয়ে সময় কাটানোর মধ্যে দিয়ে বিনোদনের সুখ খুঁজে নেন।

অন্যদিকে কাজের জগতে নিজেকে প্রতিনিয়ত কর্মচঞ্চল রাখতে গেলে নিয়মিত শরীরচর্চা খুবই জরুরি। শরীর সুস্থ থাকলে মন ও শরীর দুই খুব ভালো থাকে। এরফলে কাজে আলাদা করে এনার্জি পাওয়া যায়।

কাজের ভিতর খানিকটা সময় সঙ্গীকে সময় দেওয়ার ব্যাপারেও সফল ব্যক্তিরা সচেতন থাকেন। বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া, বিশেষ দিনগুলোতে একে-ওপরের সঙ্গে সময় কাটানো, ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া— সবকিছুই তাঁরা দায়িত্বের সঙ্গে করে থাকেন।

তেমনি শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো একটি জরুরি বিষয়ের মধ্যে পড়ে। ফলে মনও প্রফুল্ল থাকে।

এখন হয়েছে অনলাইন শপিংয়ের যুগ। তাই ব্যস্ততার সময় ঘরে বসেই আপনি শপিং সেরে ফেলতে পারেন। নতুন জামাকাপড়, কেনাকাটা করলে মনও ভালো থাকে।

সফল ব্যক্তিরা কোনও কাজ ফেলে রাখেন না। আগামিকালের অফিসে যাওয়ার আগে, রাতেই সব কাজ সেরে রাখবে তার পরের দিন অফিস যাওয়ার আগে কোনও তাড়া থাকে না

শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে ঘুম একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে। রাতে অন্তত সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমের খুবই প্রয়োজন। তাহলে শরীর ও মন দুই ফ্রেশ থাকে।

ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থায় ই-লার্নিংয়ের গুরুত্ব

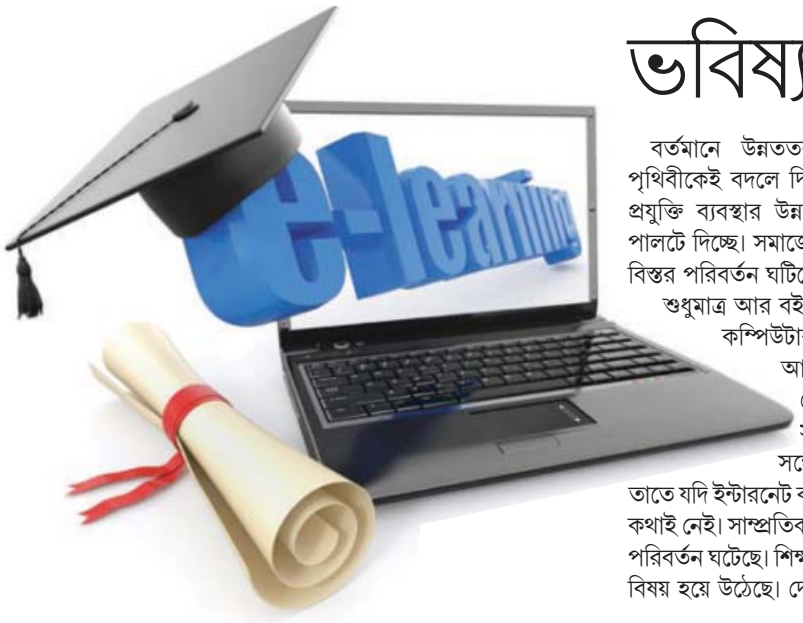

বর্তমানে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীকেই বদলে দিয়েছে। এবং যতদিন যাচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতি মানুষের জীবনধারাকে পালটে দিচ্ছে। সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাতেও প্রযুক্তি বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র আর বই-খাতার মধ্যে আবদ্ধ নেই। কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের সুবাদে আমরা নিজেদের অজানা যে কোনও বিষয়কে, যে কোনও সময়ে আয়ত্ত করতে পারি। সঙ্গে স্মার্টফোন থাকলে আর তাতে যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে তাহলে তো কথাই নেই। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ই-লার্নিং আলাচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশে সব জায়গাতেই এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

বাঁধাধরা শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করা কিংবা কোনও বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিই হল ই-লার্নিং। নতুন প্রজন্মের কাছে ই-লার্নিংয়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। এ পদ্ধতিতে ঘরে বসে যে কোনও সময়ে পছন্দের বিষয় সম্পর্কে নিজেকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। ই-লার্নিংয়ের বিশেষ একটি সুবিধা হল এখানে বাঁধাধরা ক্লাসের ব্যাপার নেই, তাই নিজের সুবিধামতো সময়ে কোনও বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেক দিক থেকেই আলাদা ই-লার্নিং ব্যবস্থা। সাধারণ মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কোনও বিষয়ের উপর যখন পড়াশোনা করেন, তখন অন্য বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ কম থাকে। কিন্তু ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা। অন্যান্য পড়াশোনা অথবা কাজের ফাঁকেও ই-লার্নিংয়ে অংশগ্রহণ করা যায়। এর আরও একটি সুবিধা হল কোর্সটি ঘরে বসেই করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অভাবে কিংবা পারিপার্শ্বিক কারণে অনেক শিক্ষার্থীই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এছাড়া দেশের অনেক জায়গাতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। এই সমস্ত জায়গায় ই-লার্নিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছে জনপ্রিয় অনেক ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। পাশাপাশি বেশ কিছু ইনস্টিটিউট আছে যাদের ই-লার্নিং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ঘরে বসে যে কেউ ই-লার্নিং শিখে নিতে পারে।

কেরিয়ার তৈরির আগে সঠিক ধারণা থাকা দরকার

কোনও অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া। কিন্তু কেরিয়ার সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝি যে কোনও পেশায় তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে সফলভাবে পৌঁছনো। ধরুন আপনি শিক্ষাগত যোগ্যতায় অন্যের থেকে পিছিয়ে থেকেও সফল ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা হয়ে সমাজের একজন মডেল হতে পারেন। এক্ষেত্রে এই সফলতাই হল আপনার জীবনের কেরিয়ার। অর্থাৎ ব্যক্তির সাধ এবং সাধ্যের সমন্বয় করে ঝোঁক বা ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও পেশায় যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে সফলতা অর্জনই হল মূল কথা। কোনও ভুল ধারণাবশত একটা লক্ষ্য অর্জনের ব্যর্থতা নিয়ে অলস বসে থাকার বা নির্দিষ্ট কোনও বৃত্তে কেরিয়ারকে সংজ্ঞায়িত করে পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ

মাঝিবিহীন নৌকা যেমন লক্ষ্যহীন জীবন তেমন। লক্ষ্যহীন জীবনকে লাগামহীন ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবনে যে কোনও কিছু ঘটুক আসলে আমি যা চাই তার আগে আমাকে তা কামনা করতে হবে এবং পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে হবে যে তা ঘটবে। আমরা

মনস্তত্ত্ববিদ দোলা মজুমদার

বহু মনীষীর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে লক্ষ্য পৌঁছনোর সফলতার ইতিহাস জানি। এক্ষেত্রে উপমহাদেশের একজন সফল ব্যক্তিত্ব ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালামের লেখা তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'উইংস অব ফায়ার' বইয়ে তাঁর নিজের একটি উক্তি এখানে বলা যেতে পারে। সেখানে তিনি লিখেছেন, একেবারে শৈশবকালে আমি মোহাবিষ্ট হতাম আকাশের রহস্যময়তা ও পাখিদের উড্ডয়নে। আমি সারস ও সিগালের উড্ডয়ন লক্ষ করতাম আর ওড়ার জন্য আকুল হতাম। যদিও আমি মফস্সলের বালক ছিলাম তবুও আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, একদিন আমিও আকাশে ভাসব। প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম রামেশ্বরমের (তার নিজ গ্রাম) প্রথম শিশু যে আকাশে উড়েছিল।' একজন সাধারণ গরিব পরিবারের অসহায় শিশু হয়েও শুধু লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্যতে পৌঁছনোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা আর প্রচণ্ড বিশ্বাস তাঁকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। একজন মানুষের সর্বাগ্রে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে, জীবনে সফল হতে হলে এবং ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই তিনটি প্রবল শক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আর সেগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে হবে আর তা হল আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য, বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা। এছাড়াও জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা জরুরি।

এছাড়াও নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিজের অবগত থাকাটাও জরুরি। পাশাপাশি নিজের জীবনে লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যদি আমার জীবনে কোনও সুযোগ আসে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। কুঁড়েমিকে প্রশয় না দিয়ে সময়কে নিজের জীবনে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলতে হবে।

সচেতন পাঠক সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন

তাই তো রোজ বাড়ছে
পাঠক সংখ্যা

যুগশঙ্খ
খবরের কাগজ, গল্পের নয়

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে
ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

কেরিয়ার তৈরিতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট

এই জুন-জুলাই মাসটা বড় টেনশনের। যারা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল তারা তো বটেই, তাদের বাবা মায়েরাও পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় কাত। কারণ, এখন থেকেই তো ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। বড় হয়ে কোন পেশায় যেতে চাও তা কিন্তু ভেবে নিতে হবে এখন থেকেই। যদি উচ্চমাধ্যমিকে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করো, তাহলে তোমার জন্য ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) হল সবচেয়ে সহজ কোর্স। যা পড়ে ভবিষ্যতে CET দিয়ে এমবিএ করা যায়।

বিবিএ কোর্সে কী কী পড়ানো হয়?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কোর্সে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বিজনেস কমিউনিকেশন, বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস, বিজনেস ল' অ্যান্ড ট্যাক্সেশন, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড অডিটিং, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস এথিকস, বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, প্রোডাকশন অ্যান্ড মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, অপারেশন রিসার্চ, কস্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি পড়ানো হয়। এছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে তৃতীয় সেমেস্টারে নেওয়া যেতে পারে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, অপারেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স, অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, পাবলিক সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট। এই ঐচ্ছিক বিষয়ে পূর্ণ নম্বর থাকবে ১০০। এই নম্বরের মধ্যেও আবার একাধিক বিভাজন রয়েছে। এই বিষয়গুলির বাইরেও কয়েকটি বিষয় নিতে হবে। সেগুলি হল প্রোজেক্ট ওয়ার্ক, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, কম্প্রিহেনসিভ ভাইভা। প্রতিটি পেপারের পূর্ণ মান ১০০।

কোথায় পড়বে?

কলকাতায় বিবিএ কলেজগুলি মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (WBUT) অধীনে। এছাড়া সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিতে ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিবিএ পড়ানো হয়। উচ্চমাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় মোটামুটি ৫০ শতাংশ থাকলেই এই কোর্সের ফর্ম তুলে জমা দেওয়া যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৬টি কলেজ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৮৫টি কলেজ রয়েছে। জেলাতে বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে বিবিএ পড়ানো হয়। শুধু জেনে নেবেন WBUT অ্যাফিলিয়েটেড কি না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ছ'টি কলেজ হল– স্কটিশ চার্চ কলেজ, আশুতোষ কলেজ, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, অগ্রসেন কলেজ, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস। স্কটিশ চার্চ কলেজে বিবিএ-তে ভর্তি হওয়ার একটা বিশেষ পরীক্ষা দিতে হবে। তিনটি সেকশনে বিবিএ-র প্রশ্নপত্র আসবে। ইংরেজি ভাষায় কম্প্রিহেনশন, চিঠি, সারমর্ম, রচনা ও ব্যাকরণ, মাধ্যমিক, সিবিএসসিই এবং আইসিএসসিই বোর্ডের সমতুল অঙ্ক ও সাধারণ জ্ঞান, ব্যবসা ও খেলা বিষয়ক প্রশ্নের উপরে এই পরীক্ষা হবে। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার খরচ প্রথম বছরে মোট ২৩ হাজার ২৪৯ টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে ২৪ হাজার ৭৯ টাকা করে।

আশুতোষ কলেজে এই কোর্সে মোট আসন সংখ্যা ৬০টি। উচ্চমাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম চারটি বিষয় মিলিয়ে ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকলেই ফর্ম তোলা যাবে। বছরে খরচ ৩৮ হাজার টাকা।

শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে কেবলমাত্র ছাত্রীরাই পড়ার সুযোগ পাবেন। পড়ার খরচ বছরে গড়ে ৪০ হাজার টাকা। এখানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রথমে কিছু ছাত্রীকে বেছে নিয়ে গ্রুপ ডিসকাশনস এবং ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হয়। এই কলেজের ঠিকানা ১১, লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭১।

ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজে বিবিএ পড়ার খরচ বছরে প্রায় ৪০ হাজার টাকার মতো। এখানেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রথমে কিছু পড়ুয়াকে বেছে নিয়ে গ্রুপ ডিসকাশনস এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। কলেজটির ঠিকানা ৫৫, লালা লাজপত রায় সরণি, এলগিন রোড, কলকাতা ২০।

পশ্চিমবঙ্গে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে একটা সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান, অঙ্ক, লজিক বা ইংরেজি ভাষা বিষয়ে প্রশ্ন আসে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেধাতালিকার ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি হতে হয়। স্কোর প্রথমের দিকে হলে ইচ্ছেমতো কলেজে স্কোর কার্ড নিয়ে গেলে ভর্তি অনিবার্য। কম নম্বর স্কোর করলে কোন কলেজে পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

১) পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হেরিটেজ অ্যাকাডেমিতেও বিবিএ পড়তে গেলে খরচ ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

২) মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। মাদুরদহ, রুবি হাসপাতালের পিছনে, উচ্ছেপটা, কলকাতা ৭০০১৫০। ফোন: ২৪৪৩১৭৫৪, ই-মেল: info@msitcollege.org, ওয়েবসাইট: www.msit-college.org।

৩) সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অ্যামিটি গ্লোবাল বিজনেস স্কুলে সেমেস্টার প্রতি এখানে পড়তে লাগবে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

৪) বি পি পোদ্দার ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজিতে প্রতি সেমেস্টার পড়ার খরচ ৩৭ হাজার টাকা। ৮৭ নং পার্ক স্ট্রিটে রয়েছে এর অফিস। ফোন: ২৫৭৩৯৬০৭, ২৫৭৩৯৬০৮ ২৫৭৩৯৬০৯।

৫) নোপানি ইনস্টিটিউটে প্রতি সেমেস্টারে মোট ২০ হাজার টাকা লাগবে। ঠিকানা: ২ডি, নন্দ মল্লিক লেন, কলকাতা-৬। যোগাযোগ: ৫৩৩৮৫০৩, ০৩৩-৫৩০৫৪৮৯।

৬) এনএসএইচএম বিজনেস স্কুলেও পড়ানো হয় বিবিএ। ঠিকানা: ১২৪, বি এল সাহা রোড, কলকাতা-৫৩। ফোন: ২৪০৩২৩০০, ২৪০৩২৩০১ ই-মেল: info@nshm.com, ওয়েবসাইট: www.nshm.com।

এছাড়াও বহু নামী-দামি বেসরকারি কলেজ রয়েছে।

দেবাঞ্জন মিত্র

কেরিয়ারের উন্নতিতে মেন্টরের ভূমিকা

প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয়। তাঁর দেখানো পথেই চলতে দেখা যায় নবীনদের। কিন্তু এই মেন্টরের ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ, তাঁরা কীভাবে আপনাকে আপনার উন্নতিতে কাজে লাগতে পারে, তা জেনে রাখুন। বলা যায় না, হয়তো পরবর্তীকালে আপনিই একজন মেন্টর হয়ে উঠলেন।

প্রথমেই মনে রাখবেন, মেন্টর কী বলছেন তা ভালো করে শোনা উচিত। অবজ্ঞা করা উচিত নয়। মেন্টর নির্দেশ দিয়েই যাবেন আর আপনি তাঁর কথার তোয়াক্কা না করে নিজের কাজ করেই যাবেন, তা কিন্তু কখনোই হবে না। এই ক্ষেত্রে দু'জনেরই সমান ভূমিকা রয়েছে। কারণ উনি আপনার থেকে বেশি জানেন কোন কেরিয়ার কোন দিকে ভবিষ্যতে এগোতে পারে। আপনার ভেতরে কতটা কী রয়েছে তা বিচার করেই একজন মেন্টর বলেন, আপনি কোন দিকে যাবেন। একজন উপদেশ দিচ্ছেন, আর একজন সেই নির্দেশ পালন করে যাচ্ছেন, তবেই আপনার কেরিয়ারের উন্নতি সম্ভব।

একজন ভালো মেন্টরের কাজ হল তাঁর নিজের কেরিয়ারের শুরু থেকে কী ঘটেছে তা ভাগ করে নেওয়া। তিনি সর্বদা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য নবীনদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনও পরিস্থিতিতেই নবীনদের কাজে লাগে। কারণ, আপনার কাছে এত সময় নেই যে রোজ ভুল করবেন আর সেই ভুল শোধরাবেন। অন্যের ভুল দেখে নিজেকে শোধরাতে হবে।

মেন্টর বা প্রশিক্ষককে একজন শুভাকাঙ্ক্ষীও হতে হবে। যখন কোনও মেন্টরের কাছে যাবেন তখন অশ্যই সেটা ভালো করে বুঝে নেবেন। অনেকে শুধু টাকার জন্যই কাজ করেন। এদের একটু এড়িয়ে চললেই ভালো। সঠিক মেন্টর খুঁজে নেওয়াটাই আপনার কাজ। একজন ভালো মেন্টরের মধ্যে সকল নবীনদের একই চোখে দেখার মানসিকতা থাকা চাই। কেননা, তাঁকে দেখেই তো ছাত্ররা প্রকৃত আচার-ব্যবহার শিখবে।

প্রথমে মেন্টরের কাছে গিয়ে আপনার কী ইচ্ছা সেটা বলুন। পেটে কথা রাখবেন না। কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, আপনার কী হওয়ার ইচ্ছা, কী ধরনের কাজ করতে চান সব খুলে বলবেন। তাহলে মেন্টরের পক্ষে আপনাকে গাইড করা সুবিধা হবে। সবসময় সোজা কথা সরাসরি বলা ভালো। সেই শিক্ষাই একজন মেন্টরের দেওয়া উচিত। যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে সংকুচিত না করে স্পষ্টভাষী হওয়া ভালো।

মানুষ কেরিয়ার বেছে নেয় তার পিছনে সবথেকে বড় কারণ হল অর্থ। কোন কেরিয়ার বাছলে কতটা অর্থ রোজকার করা যাবে, কোনও ঝুঁকি রয়েছে কি না তা আগে থেকে জেনে নেওয়া ভালো। এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যে কেরিয়ার শুরু করেছে এক ভাবে। পরে দেখেছে মাইনে ভালো নয়। বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়েছে সেই ট্র্যাক।

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

ব্যবসা

কেক তৈরির ব্যবসা

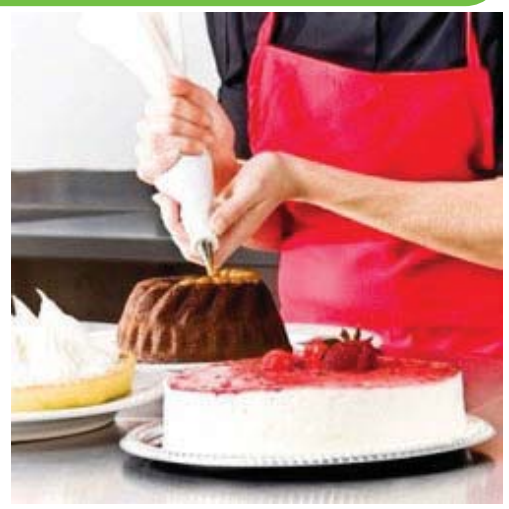

কেক সকলেরই খুব প্রিয় খাবার। চাহিদাও থাকে সারা বছর। জন্মদিনে কেক কাটার রীতি এখনও আছে। উপরন্তু বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষে কেকের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়।

কেক তৈরির পদ্ধতি: কেক তৈরির জন্য প্রয়োজন একটি কেক ফেটানোর মিক্সার মেশিন ও একটি বড় মাপের ওভেন। কেক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি হল: ময়দা, চিনি, ঘি, ডিম, সুগন্ধী দ্রব্য (জায়ফল, জৈত্রি, ছোট এলাচ), পরিমাণমতো বেকিং পাউডার। এর সঙ্গে মার্জারিন মিশিয়ে মিক্সার মেশিনের সাহায্যে ফেটিয়ে নিতে হবে। এবার এই মিশ্রণে বাদাম, কাজু, কিশমিশ, চেরি ও মোরব্বা প্রভৃতি ছড়িয়ে পাত্রে ভরে ওভেনে দিলেই কেক তৈরি হয়ে যাবে। এই কেক ওজন করে প্যাকেটে ভরার পর বাজারজাত করা যাবে।

ব্যবসায় কীভাবে এগোবেন: কেকের ব্যবসায় যে-পরিকল্পনা তাতে প্রায় তিন লক্ষ টাকার মূলধন প্রয়োজন। এরজন্য 'প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্প' থেকে লোনের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। ট্রেড লাইসেন্সের জন্য পৌরনিগমের কাছে আর ফুড সেফটি লাইসেন্সের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগে (ময়ূখ ভবন, পঞ্চম তল, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১) যোগাযোগ করতে হবে। এরপর কেক তৈরির প্রয়োজনীয় মেশিনগুলি কলকাতা থেকে কিনে এনে মেকানিক দিয়ে ফিটিং করিয়ে নেবেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব

স্থায়ী মূলধন:

দোকানঘর (২২৫ বর্গফুট) = নিজস্ব

কেকের মিশ্রণ ফেটানোর মেশিন (১টি) = ৪০,০০০ টাকা (১০ কেজি থেকে ১৫ কেজি)

ওভেন (১টি) = ২,৫০,০০০ টাকা

ওজন মেশিন (১টি) = ৪,০০০ টাকা

মেশিন ফিক্সিং + ব্যবসার আনুষঙ্গিক খরচ = ২,০০০ টাকা

মোট খরচ = ২,৯৬,০০০ টাকা

প্রতদিনের ব্যয়: ১০ কেজি ওজনের কেক তৈরির জন্য কাঁচামাল

ময়দা ৫ কেজি = ১২০ টাকা

চিনি ৩ কেজি = ১২০ টাকা

ডিম ১২০ পিস = ৫৪০ টাকা

ঘি ৫০০ গ্রাম = ১৫০ টাকা

সুগন্ধী দ্রব্য (জায়ফল+জৈত্রি+ছোট এলাচ) = ১৬০ টাকা

মার্জারিন ৫০০ গ্রাম = ১৭৫ টাকা

বেকিং পাউডার ২০ গ্রাম = ৫ টাকা

বাদাম ৫০০ গ্রাম = ৬০ টাকা

কাজু ৫০০ গ্রাম = ৩২৫ টাকা

কিশমিশ ৫০০ গ্রাম = ১০০ টাকা

চেরি ৫০০ গ্রাম = ১১০ টাকা

মোরব্বা ১ কেজি = ১২০ টাকা

প্লাস্টিকের প্যাকেট = ৫০ টাকা

ইলেকট্রিক বাবদ = ৪০ টাকা

লোন বাবদ = ১০০ টাকা

বিজ্ঞাপন বাবদ = ৫০ টাকা

পরিবহণ খরচ = ৫০ টাকা

সহকর্মীর পারিশ্রমিক = ৩০০ টাকা

মোট = ২,৫৭৫ টাকা

মাসিক লাভ: এখন ১ কেজি কেকের বিক্রয়মূল্য ৩০০ টাকা হলে ১০ কেজির বিক্রয়মূল্য = ৩,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে প্রতিদিনের লাভ (৩,০০০ - ২,৫৭৫) টাকা = ৪২৫ টাকা।

মাসিক লাভ = (৪২৫ x ৩০) টাকা = ১২,৭৫০ টাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: বাজার ধরতে চাইলে প্রথমেই অধিক মুনাফা না করে খুব ভালো কেক বাজারে সরবরাহ করতে হবে। ভালো কেক সরবরাহ করলে কেকের চাহিদা বাড়বে।

ছাদেই তৈরি করুন সবজি বাগান

বর্তমান সময়ে তরতাজা শাকসবজি পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। কারণ, চারিদিকে বায়ু-দূষণ তার ওপর আছে ক্রেতাদের কাছে সবজির বিক্রি বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের সারের প্রয়োগ। এই ধরনের কাজ যেমন সমাজের ক্ষতি করছে তেমনি জন্ম নিচ্ছে রোগব্যাধির। কারণ, ফলন বাড়ানোর জন্য সারের প্রয়োগ, সবজিকে তরতাজা দেখানোর জন্য কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে। সেই সমস্ত বিষ মানুষের শরীরের মধ্যে ঢুকছে। তবে এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ আপনি নিজেই বেছে নিতে পারেন। যা আপনার আয়ের দরজাকে খুলে দিতে পারে।

বিষমুক্ত শাকসবজি আপনি আপনার বাড়ির ছাদেও ফলাতে পারেন। ভাবছেন শহরে থাকেন এও কি সম্ভব। সব সম্ভব যদি আপনার ইচ্ছে থাকে। লাউ, কুমড়ো, বেগুন, নটেশাক, ধনেপাতা, লাল শাকের মতোর রকমারি শাকসবজি ছাদের বাগানে আপনি নিজে হাতে তৈরি করুন।

তবে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, ছাদে বাগান তৈরি করলে ছাদের কোনও ক্ষতি হতে পারে কি না? সেক্ষেত্রে উত্তরে বলা যায়, ছাদের কোনোরকম ক্ষতি না করে ছাদে বাগান তৈরি করা সম্ভব। আর সেখানেই ফলানো যায় বিষমুক্ত শাকসবজি। তবে এর জন্য বিরাট আকারের ছাদের দরকার হবে এমনটাও নয়। ৭০০-৮০০ বর্গফুটের ছাদেও উল্লম্ব পদ্ধতিতে সবজির বাগান করা যাবে। পারিবারিক হেঁসেলে শাকসবজির অনেকটা প্রয়োজন মিটবে সেই বাগান থেকেই। তবে ইতিমধ্যে এই পদ্ধতিকে আপন করে নিচ্ছে শহরের মানুষজন। কলকাতার বাইরে জয়পুর, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি জায়গায় এই ছাদের মধ্যে শাকসবজির চাষ জনপ্রিয় হয়েছে। কলকাতাতেও এখন রুফটপ গার্ডেনের চল হয়েছে।

কাজের সুযোগ: সবাই তো আর নিজের হাতে বাড়ির বাগান তৈরি বা নিয়মিত পরিচর্যার কাজ করতে পারে না, তার কারণ সময়ের অভাব। তবে কাজ শিখে নিয়ে আপনি লোক দিয়েও সেই কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

প্রশিক্ষণের সুযোগ: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার বাড়িতে জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজির বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। তবে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। বয়স হতে হবে অন্তত ১৮ বছর। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ মাস ও ১ মাস। ২ মাসের প্রশিক্ষণ সপ্তাহে ২ দিন ৩ ঘণ্টা করে ক্লাস হবে। ১ মাসের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৫ দিন ৩ ঘণ্টা করে ক্লাস। থিওরির ক্লাসের সঙ্গে থাকবে জৈব-চাষের বাগান পরিদর্শন এবং হাতেকলমে কাজের শিক্ষা। প্রশিক্ষণের ফি ৫০০ টাকা।

কলকাতা এবং কলকাতা-সংলগ্ন উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ার আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, কলকাতা-৪২।

কোন মেশিনে কোন ব্যবসা উপযুক্ত

ভুজিয়া, ঝুরিভাজা, গাঠিয়া এগুলি খুবই মুখরোচক প্রতিটি ঘরে ঘরে। সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে এর জুড়িমেলা ভার। টিভির পর্দায় যে কোনও সিনেমা বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও এর আলাদা সম্পর্ক রয়েছে। সিনেমা দেখতে দেখতে প্রায় প্রতিটি পরিবারের মুখে এই মুখরোচক অথচ চটপটে খাবারগুলি চলতে থাকে। ফলে ক্রমশ চাহিদা বাড়ছে এই সমস্ত জিনিসগুলির।

কোন মেশিনের কী দাম: ১ হর্সপাওয়ার মোটরযুক্ত এই মেশিনের দাম ৩২,০০০ টাকা। অয়েল এক্সট্রাক্টর মেশিনের দাম পড়বে ২৫,০০০ টাকা, এবং মিক্সিং মেশিনের দাম পড়বে ২৫,০০০ টাকা।

কীভাবে করবেন: গাঠিয়া, ভুজিয়া, ঝুরিভাজা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য তৈরির প্রধান কাঁচামাল হল বেসন। উৎপাদিত খাদ্যবস্তুর প্রকারভেদ অনুযায়ী প্রথমে পরিমাণমতো বেসন দিয়ে অর্ধতরল মিশ্রণ বানাতে হবে। বিভিন্ন ধরনের গাঠিয়া, ভুজিয়া, ঝুরিভাজা তৈরি করতে প্রয়োজনমতো ডাইসের পরিবর্তন করতে হবে। এবার সেই মিশ্রণ মেশিনের হপারে ঢেলে, মেশিন চালু করলে মিশ্রণটি গাঠিয়া, ভুজিয়ার আকার নেবে। এরপর সেগুলি ভাজার কড়াইতে দিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে অয়েল এক্সট্রাক্টর মেশিনের সাহায্যে অতিরিক্ত তেল বের করে মিক্সিং মেশিনে প্রয়োজনীয় মশলা গুঁড়ো করে গাঠিয়া, ভুজিয়া ও ঝুরিভাজার ওপর ছড়িয়ে দিন। সবশেষে সেগুলি প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। মেশিনটির জন্য মোটর লাগবে ১ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ থেকে ৪৪০ ভোল্ট।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata 700013. Ph: 2236-8015, 9432422086, Email: bharatmachinetoolsI@rediffmail.com

ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল মূলধন

প্রথম পাতার পর

করা কোনও সহজ কাজ নয়। ব্যবসার প্রয়োজনীয় মূলধন হল একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার মূল ভিত্তি। বিনিয়োগ করার পূর্বে আগে অর্থ সংরক্ষণ করা আরও একটি ভালো ধারণা। এভাবে আপনি আপনার নতুন ব্যবসার জন্য একটি ভালো বাজেট তৈরি করতে পারবেন, কিন্তু এটা আপনার মূলধনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। যদিও সকল ধরনের ব্যবসাতেই ঝুঁকি আছে। তবে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় সফল হওয়ার অনেক নজির আমরা দেখতে পাই। তাই যদি অদম্য জেদ থাকে তাহলে কোনও বাধাই আপনার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সব বাধাকে অতিক্রম করে আপনি আপনার লক্ষ্যে অগ্রসর হবেন এটাই নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়। নিজের ব্যবসাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলে বড় প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়ার মতো বড় প্রাপ্তি নিশ্চয় আপনিও পেতে পারেন আপনার ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে। তাও মাথায় রাখতে হবে, একটি ভালো ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবসায়ের মূলধনের ভালো উৎসই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীতে ২১৯ স্টেনোগ্রাফার

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর (স্টেনো) পদে ২১৯জন ছেলে মেয়ে নিচ্ছে। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ইংরেজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ৪০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর (স্টেনোগ্রাফার গ্রেড III) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

শরীরের মাপজোক হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি (আদিবাসী ও তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি) আর মেয়েদের বেলায় ১৫৫ (আদিবাসী ও তফসিলি উপজাতি হলে ১৫০ সেমি)। ছেলেদের বেলায় বুকের ছাতি ফুলিয়ে না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, ফুলিয়ে ৮২ সেমি (আদিবাসী তফসিলি উপজাতি হলে ১ সেমি ছাড় পাবেন)।

ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ছেলেদের বেলায় ১৬২.৬০ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৫.৪০ কেজি, ১৬৫.১০ সেমির উচ্চতার জন্য ৪৬.৩৯ কেজি হতে হবে আর মেয়েদের বেলায় ১৫৫ সেমি উচ্চতার জন্য ৪২ কেজি, ১৬০ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৩ কেজি। এছাড়া ১ সেমি উচ্চতা/সেমি। বেশির হলে ওজন ০.৭১ কেজি/সেমি বেশি হবে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ছেলে ও মেয়েদের বেলায় চশমা ছাড়া ডান চোখে ৬/৬ ও বাঁ চোখে ৬/১২ কিংবা দু'চোখে ৬/৯।

বয়স হতে হবে ২৫-০৪-২০১৭-র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তফসিলিরা ৫ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর সিআরপিএফ কর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন, বাঁকা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি, বর্ণান্ধতা বা শারীরিক কোনও ত্রুটি থাকলে আবেদন করবেন না। মূল মাইনে ২৯,২০০ টাকা। শূন্যপদ ২১৯টি (জেনারেল ৭৫, ওবিসি ৮০, তফসিলি ৪২, তফসিলি উপজাতি ২২)

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে দরখাস্ত ও সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট দেখে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক মাপজোক/শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার জন্য কল লেটার পাঠানো হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ১৬ জুলাই। হবে পূর্ব ভারতে আগরতলা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি।

লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুটি পার্ট। প্রথম পার্টে ২০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এই সব বিষয়ে: ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, জেনারেল ইন্টালিজেন্স, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, ক্ল্যারিক্যাল অ্যাপটিটিউড।

দ্বিতীয় পার্টে ২৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এই বিষয়ে: ১৫ নম্বরের প্রবন্ধ লেখা, ১০ নম্বরের চিঠি লেখা। সময় থাকবে আড়াই ঘণ্টা। প্রথম পার্টে সাধারণ প্রার্থীরা ৪০% (তফসিলি, ওবিসি হলে ৩৫%) নম্বর পেলে সফল হবেন। দ্বিতীয় পার্টে কোয়ালিফাইং নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

সব শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ের সময় কম্পিউটারের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কিংবা এনএসসি খেলাধুলার সার্টিফিকেট বা উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেখাতে পারবেন।

www.crpfindia.com ওয়েবসাইটে

ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের পরীক্ষা হবে এই ঠিকানায়: The DIGP, Group Centre, CRPF, Bhubaneshwar, Orissa-751011.

গুয়াহাটি কেন্দ্রের পরীক্ষা হবে এই ঠিকানায়: The DIGP, Group Centre, CRPF, Agartala, Tripura-799005.

অনলাইনে দরখাস্ত করবেন ২৫ এপ্রিলের মধ্যে। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০ টাকা অনলাইন বা, অফলাইনে জমা দেবেন। অফলাইনে দিলে স্টেট ব্যাংকের চালান প্রিন্ট করে স্টেট ব্যাংকের কোনও শাখায় জমা দেবেন, ২০ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে টাকা জমা দেবেন নেট ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড বা, ডেবিট কার্ডে।

টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। তফসিলি, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না।

ম্যানেজমেন্টের স্বীকৃত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির ম্যাট পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হচ্ছে

কলকাতা সহ সারা ভারতের ১৭০টি স্বীকৃত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট-কোর্স (এমবিএ ও অ্যালায়েড কোর্স)-এ ভর্তির জন্য অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন– সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস-এর ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা ম্যাট পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এ-বছর ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। ম্যাট পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষা হবে দু'রকম ভাবে: (১) পেপার বেসড টেস্ট, (২) কম্পিউটার বেসড টেস্ট (অনলাইন টেস্ট)। পেপার বেসড টেস্ট হবে ৭ মে বেলা ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা। পূর্ব ভারতের কলকাতা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। কম্পিউটার বেসড টেস্ট (অনলাইন টেস্ট) হবে ১৩ মে থেকে। সফল হলে নির্দিষ্ট কিছু ইনস্টিটিউটগুলির যে কোন একটিতে ভর্তির জন্য গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ দিতে পারেন। ম্যাট পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর ব্যাঙ্কিং জানিয়ে চিঠি পাঠালে তখন গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের কল লেটার পাবেন। কাজেই দরখাস্ত হবে দু'বার। নির্দিষ্ট ফি দিয়ে এখন ম্যাট পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে।

দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে www.apps.aima.in/matmay17 অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে ১৪০০ টাকা ডেবিট, ক্রেডিট বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জমা দেবেন। এছাড়াও ১৪০০ টাকার ড্রাফট ডাকে কাটিয়ে আবেদন করতে পারবেন। ড্রাফট করবেন All India management association-এর অনুকূলে। পেয়েবেল অ্যাট দিল্লি।

অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করার পর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, প্রিন্টআউট নয়াদিল্লির এআইএমএ-এর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল। জমা দেবেন এই ঠিকানায়: AIMA, Management House,14 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110 003, ফোন: (০১১)২৪৬০-৮৫০০, ২৪৬৩-৮৮৯৬।

এবার ম্যাট পরীক্ষায় সফল হলে ভর্তি হতে পারবেন এইসব স্ট্যাডি সেন্টারে: 1. ABS Academy of Science, Technology & management, Durgapu. 2. Amity University, Kolkata. 3. Amity University, Ranchi. 4. Asian School of Business Managament, Bhubaneswar. 5. Astha School of Management. 6. Bharatiya Vidya Bhavan, Kolkata. 7. Bhavans Centre for communication & Managament, Bhubaneswar. 8. Biju Patnaik institute of information technology & management Studies, Bhubaneswar. 9. Budge budge institute if technology, Kolkata. 10. Dr. B.C.Roy Engineering College, Durgapur. 11. Eastern Institute for Integrated Learing in Managament, Kolkata. 12. Future Institute of engineering & Management, Kolkatarn. 13. Gandhi Institute of Management Studies, Gunupur. 14. Haldia Institute of Technology, Haldia. 15. Heritage Business School, Kolkata. 16. Hi Tech Institute of Technology, Bhubaneswar. 17. Indian Institute of Social Welfare & Business Management, Kolkata. 18. Institute Of Business Management, Kolkata. 19. Institute of Business Management & Research Kolkata. 20. Institute of Engineering & Management, Kolkata. 21. Institute Management & Informetion Sciences, Bhubaneswar. 22. Institute of Management Study, Kolkata. 23. Institute of Professional Studies & Research, Cuttack. 24. International School of Management, Patna. 25. Jain Institute of Management & Enterpreneurship, Jamshedpur. 26. Kaziranga University, Jorhat. 27. KIIT University, Bhubaneswar. 28. Lalit Narayan Mishra Institute of Economic Development &social Change, Patna. 29. Manipur University, Imphal. 30. Mizoram University, Aizwal. 31. NERIM Group of Institutions, Guwahati. 32. Netaji Subhas Institute Of Management, Jamshedpur.
33. NSHM Business School, Durgapur. 34. NSHM Business School, Kolkata. 35. Rajdhani College of engineering & management, Bhubaneswar. 36. Rourkela institute of management Studies, Rourkela. 37. Royal Group of institututions, Guwahati. 38. Sambalpur University, Sambalpur. 39. Siksha O Anusandhan University, bhubaneswar. 40. Srusti Academy of Management, Bhubaneswar. 41. Techno India Group, Kolkata. 42. TM Bhagalpur University, Bhagalpur. 43. Tripura University, Suryamani nagar. 44. Utkal University, Bhubaneswae. 45. Vaishali Institute Of Business & Rural Management, Muzaffarpur

কেন্দ্রীয় সংস্থায় প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ প্লাস্টিকস অ্যান্ড টেকনোলজি, প্লাস্টিক টেকনোলজি সংক্রান্ত ৩টি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। কোর্স তিনটি হল: (১) ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং, (২) ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি ও (৩) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক প্রোসেসিং অ্যান্ড টেস্টিং। ন্যূনতম ৩৫% নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ বছরের মধ্যে। ৩ বছরের কোর্স। গড়ে ৩৫% নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সেও ভর্তি হতে পারেন। মেয়াদ ও বয়স সীমা আগের মতো। কেমিস্ট্রি অন্যতম বিষয় নিয়ে বিএস পাস ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিক প্রোসেসিং ও টেস্টিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে বয়স হবে ৩১.০৭.২০১৭-র হিসাবে। তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা যথারীতি সরকারি হারে বয়সের ছাড় পাবেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাবেন নিচের ঠিকানায়। ফর্মের দাম সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা ও তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য ৫০ টাকা। নির্ধারিত টাকা দিয়ে হাতে হাতে ফর্ম পেতে পারেন বা ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে পারেন সিপ্টে'র অনুকূলে। পেয়েবেল অ্যাট লিখবেন চেন্নাই। ফর্ম জমা দেওয়ার (অনলাইন বা অফলাইন) শেষ তারিখ ২ জুন। ফর্ম পাবেন এই সব ঠিকানায়:

কলকাতা: ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক ফেডারেশন, ৮ বি রয়্যাল স্ট্রিট, কলকাতা-১৬। ফোন: (০৩৩) ২২১৭৫ ৫৬৯।

বর্ধমান: বান্ধব পুস্তকালয়, ৭০ বি সি রোড, কালীতলা, বর্ধমান। ফোন: ৯৪৭৫৯৮৪২২৩।

হুগলি: স্টুডেন্ট কনসার্ন, বেগমপুর স্টেশন রোড। ফোন: ৯৯০৩১১৪৬৯১। কনক এন্টার প্রাইজ, সার্কাস ময়দান, আরামবাগ, ফোন: ০৩২১১-২৫৬২৪০।

হাওড়া: এসিসি-এসিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফোন: ৭৮৯০২২৮৮৩২।

পশ্চিম মেদিনিপুর: রুম্পা জেরক্স সেন্টার, জুগুতলা। ফোন: ৯৮০০৩৪৬৬৫২। ঘাটাল: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফোন: ৯৭৩২৬১৪১৩৩। ঝাড়গ্রাম: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফোন: ৯৯৩৩৭৯১২০৯। কাঁথি: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফোন: ৭৬০২৪৫৫৪৪৯। ভগবানপুর: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফোন: ৯৬০৯৪৩৬৮৩৩। ময়না: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশান। ফোন: ৭৭৯৭৪৩০০৬৮। নন্দীগ্রাম: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশান। ফোন: ৯৪৩৪৪৫২৭০০। খেঁজুরি: এসসি-এসটি-ওবিসি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফোন: ৯৭৩২৫২২৯৫১। বিষ্ণুপুর: ভবানী ভাণ্ডার, মাকুটগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

এছাড়া যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সেন্টার, পোঃ দেভোগ, হলদিয়া। ওয়েবসাইট www.cipet.gov.in।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

চাকরির খোঁজ-খবর

ইরকন ইন্টারন্যাশনালে ৬৩ কর্মী নিয়োগ

৬৩জন কর্মী নিয়োগ করবে ইরকন ইন্টারন্যাশনাল। এটি কেন্দ্রের রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, বিহার সহ বিভিন্ন অন্যান্য শাখায়, ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার এবং সাইট সুপারভাইজার পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: C05/201%.

শূন্যপদের বিবরণ: পোস্ট কোড ৫-০০৩: ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার– সিভিল: ৩৯টি (সাধারণ ২২,তফসিলি জাতি ৫,তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১০)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জন্মতারিখ ১-২-১৯৮৪-র আগে হওয়া চলবে না। বেতন: ২৩,৫০০ টাকা।

পোস্ট কোড: ৫-০০৪: সাইট সুপারভাইজার-সিভিল: ১৩টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ ডিপ্লোমা। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জন্মতারিখ: ১-০২-১৯৮৭-র আগে হওয়া চলবে না। বেতন: ১৫,৫০০ টাকা।

পোস্ট কোড ২-০০৪: ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম: ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১,ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জন্মতারিখ ১-০২-১৯৮৪-র আগে হওয়া চলবে না। বেতন: ২৩,৫০০ টাকা।

পোস্ট কোড ৪-০০৫ : ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার-ইলেকট্রিক্যাল: ৪টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জন্মতারিখ১-০২-১৯৮৪-র আগে হওয়া চলবে না। বেতন: ২৩,৫০০ টাকা।

সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের জ্ঞান থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ircon.org.প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন শুরু হয়েছে ২৫ মার্চ থেকে। ফি-বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা। তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে আবেদন পত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন পাঠানোর জন্য। আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন:

১) প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের এক কপি স্বপ্রত্যয়িত ফোটো, দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে।

২) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) কম্পিউটার-সংক্রান্ত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৭) ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

প্রযোজ্য নথিপত্র সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : Application for the post of WE-Civil/WE-Elect/SS-Civil/WE-S&T -Advt.No. 05/2017 on Contract Basis দরখাস্ত পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় : Joint General Manager / HRM,Ircon International Limited,C-4, District Centre, Saket,New Delhi-110017.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

এখন প্রতি সপ্তাহে পুরো চার পাতা জুড়ে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর।

চার জেলা থেকে সেনাবাহিনীতে কয়েকশো নিয়োগ

র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের চার জেলা থেকে প্রচুর সোলজার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জেলাগুলি হল: বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে র‍্যালি শুরু হবে ৩ মে। চলবে ১৪ মে পর্যন্ত। শুধু ছেলেরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে বহরমপুর আর্মি রিক্রুটিং অফিস।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণের আগে প্রার্থীকে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত (রেজিস্ট্রেশন) করার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.joinindiasnarmy.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তে ই-মেল আইডি উল্লেখ করতে হবে। ই-মেল আইডি না থাকলে আইডি খুলে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও দরখাস্ত করবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাটেগরিতে: সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার টেকনিক্যাল , সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/ অ্যাম্যুনিশন), সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভেটেনারি), সোলজার ক্লার্ক ও স্টোরকিপার এবং সোলজার ট্রেডসম্যান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোলজার টেকনিক্যাল: ইংরেজি, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪৫ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন): অঙ্ক, ইংরেজি, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০ শতাংশ ও প্রতি বিষয়ে ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা ৫০ শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক এবং মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইলস বা ইলেকট্রনিক্স ও ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে ৩ বছরের ডিপ্লোমা।

সোলজার জেনারেল ডিউটি: মোট ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ (ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে) মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের মাধ্যমিকে এই নম্বর না থাকলেও চলবে।

সোলজার ট্রেডসম্যান: মাধ্যমিক। সোলজার ট্রেডসম্যান (হাউসকিপার/মেসকিপার) পদের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাস।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল): উচ্চমাধ্যমিক মোট অন্তত ৬০ শতাংশ ও প্রতি বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা মাধ্যমিকে ইংরেজি এবং অঙ্ক অথবা অ্যাকাউন্টেন্সি অথবা বুককিপিং পড়ে থাকতে হবে এবং এর প্রতিটিতে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ভেটেনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতি অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। ইংরেজি এবং বোটানি বা জুলজি বা জীবনবিজ্ঞান নিয়ে বিএসসি পাস প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর না থাকলেও চলবে।

বয়স: সোলজার জিডি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অন্য সবকটি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রেই জন্মতারিখ ১ এপ্রিল, ২০০০-এর পরে হলে চলবে না। সোলজার জেনারেল ডিউটি পদের প্রার্থীদের জন্মতারিখ ১ অক্টোবর, ১৯৯৬-এর আগে হলে চলবে না।

দৈহিক মাপজোক: সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি এবং অন্য সব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি। সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ছাড়া অন্য সবকটি ক্যাটেগরি তফসিলি উপজাতি ও আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬২ সেমি হতে হবে। বুকের ছাতি: সোলজার ট্রেডসম্যান পদের ক্ষেত্রে না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি। বাকি সবকটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন: সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৪৮ কেজি। অন্য সব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ কেজি। সোলজার ট্রেডসম্যান ছাড়া অন্য ক্যাটেগরিগুলির তফসিলি উপজাতি প্রার্থী ও আদিবাসীরা ওজনে ২ কেজি ছাড় পাবেন। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, মেডিকেল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে- সর্বোচ্চ ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ডে (সোলজার জেনারেল ডিউটি-র ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে) ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, জিগজ্যাগ ব্যালান্স, ১০টি পুল আপ ও ৯ ফুট লং জাম্প (ডিচ)।

ক্যাটেগরি তথা পদ ও জেলা অনুসারে র‍্যালির নির্দিষ্ট তারিখ অ্যাডমিট কার্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে। র‍্যালির ১০-১৫ দিন আগে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে সেটির প্রিন্টআউট নেবেন। ডাউনলোড করবেন www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইট থেকে। অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্টআউট সঙ্গে নিয়ে র‍্যালিতে যেতে হবে।

আবেদন করার সাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে ই-মেল আইডি বা মোবাইল ফোনে পাসওয়ার্ড পাবেন। আগেই রেজিস্ট্রেশন করে থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশনের দরকার হবে না। পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন: অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশনের (থাকলে) অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির স্বপ্রত্যয়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচার-সহ স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেগুলির প্রত্যয়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণরা জন্মতারিখের প্রমাণ হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট বার্থ/ডেথ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে আনবেন।

ডিএম বা এডিএম বা এসডিও-র অফিস থেকে অফিশিয়াল লেটারহেডে নেওয়া গোল সিলমোহরের ছাপ ও প্রার্থীর ফোটো-সহ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া ও গোল সিলমোহরের ছাপ দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৬ মাসের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না। এই সার্টিফিকেটে ২১ বছরের কম বয়সের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 'অবিবাহিত' কথাটি লেখা থাকতে হবে।

আদিবাসী বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসডিও অথবা ডিএম-এর অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল এনসিসি সার্টিফিকেট (থাকলে) ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মী বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবার ছেলেদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাংক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।

জাতীয় বা রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা বিবেচিত হবেন) ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল, ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (নেগেটিভ-সহ)। ফোটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে।

অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমিসাইল বা নেগেটিভিটি বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, প্যানকার্ড এবং আধার কার্ড। প্যান বা আধার কার্ড না থাকলে এর কোনও একটির জন্য আবেদনের রিসিপ্ট।

নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পপেপারে নোটারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দিষ্ট বয়ানে এফিডেভিট।

সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ও সেগুলির অন্তত তিনটি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখতে হবে।

র‍্যালির তারিখ অ্যাডমিট কার্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট দিন ভোর ৪টেয় র‍্যালিকেন্দ্রে হাজির থাকবেন। সকাল ৬টার পর আর র‍্যালিকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না।

র‍্যালিকেন্দ্রের ঠিকানা: নেহরু স্টেডিয়াম, দুর্গাপুর, বর্ধমান। তথ্যের জন্য রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদে সকাল ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে বহরমপুর আর্মি রিক্রুটিং অফিসে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে: ০৩৪৮২-২৭৪০১৬।

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

ভারতীয় বিমানবাহিনীতে বিভিন্ন পদে ১৫৪ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় বিমানবাহিনীর বেঙ্গালুরু হেড কোয়ার্টার্স মেন্টেন্যান্স কমান্ড ইউনিট বিভিন্ন পদে ১৫৪ জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি বা ম্যানুয়াল টাইপরাইটারে অন্তত ৩০টি (অনুরূপভাবে ঘণ্টায় অন্তত ১০,৫০০ কি ডিপ্রেশনে গতি থাকতে হবে) শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

স্টোরকিপার: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। স্টোর্স বা, অ্যাকাউন্টসের কাজে দক্ষতা থাকলে ভালো হয়। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

পেইন্টার: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে পেইন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

কার্পেন্টার: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

টেলর: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে টেলর ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

লেদার ওয়ার্কার: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে লেদার গুডস ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

কপার স্মিথ অ্যান্ড শিট মেটাল ওয়ার্কার: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে কপার স্মিথ অ্যান্ড শিট মেটাল ওয়ার্কার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে ও ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

কুক: মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

লেবারার: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ওয়াচম্যান, লস্কর, গেস্টেনার অপারেটর বা, গার্ডেনার হিসাবে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

সাফাইওয়ালা/ফিমেল সাফাইওয়ালা: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

মেস স্টাফ: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ওয়েটার বা, ওয়াশার-আপ হিসাবে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

ফায়ারম্যান: মাধ্যমিক পাসরা কোনও স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা, স্টেট ফায়ার সার্ভিস থেকে ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং কোর্স পাস হলে যোগ্য। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৫ (তফসিলি উপজাতি হলে ১৬৩.৫ সেমি) আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৮১.৫ সেমি ও ৩.৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

ধোবি: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। কোনও সংস্থায় ধোবির কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

ওয়ার্ড সহায়িকা: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে আয়ার কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

ফায়ারম্যান পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৬-০৪-২০১৭-র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। অন্যান্য পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, (২) নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউট, (৩) জেনারেল ইংলিশ, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সফল হলে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট/ ফিজিক্যাল টেস্ট/ইন্টারভিউ। ফায়ারম্যান পদের বেলায় ৯৬ সেকেন্ডে ৬৩.৫ কেজি ওজনের মানুষকে নিয়ে ১৮৩ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা, জোড়া পায়ের সাহায্যে ২.৭ মিটার টপকানো ও সমান্তরাল দড়ি বেয়ে ৩ মিটার ওপরে ওঠা।

দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে তখন সঙ্গে দেবেন: (১) এখনকার তোলা ও স্ব-প্রত্যয়িত করা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো (১ কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডে সেঁটে),(২) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি খাম, (৩) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (৪) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (যদি থাকে)। দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for the post of.... and Categor...। দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ১৬ এপ্রিলের মধ্যে।

কোন স্টেশনে কটি শূন্যপদ ও দরখাস্ত পাঠানোর ঠিকানা:

1. Co, HQ MC (U), Air Force Vayusena Nagar, Nagpur-440007. শূন্যপদ: ধোবি ১টি (জেনারেল), এমটিএস ২টি (ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা ১টি (তফসিলি উপজাতি)।

2. AOC Air Force Station, Chakeri, Kanpur-208008 শূন্যপদ: মেস স্টাফ ৩টি (জেনারেল), এমটিএস ৪টি (জেনারেল ২, ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা ৭টি (জেনারেল ৩, তফসিলি ১, ওবিসি ২, প্রতিবন্ধী ১)।

3. CO,1 Base Repair Depot, Airforce, Chakeri, Kanpur-208008. শূন্যপদ: পেইন্টার ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১)।

4. AOC Base Repair Depot, Airforce Station, Chandigarh-160003. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ৪টি (জেনারেল ২, তফসিলি ১, ওবিসি ১) পেইন্টার ১টি (জেনারেল)। এমটিএস ৫টি (তফসিলি ২, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা ২টি (জেনারেল ১, ওবিসি ১)।

5. CO. 4 Bace Repair Depot, Air-Force Station, Chakeri, Kanpur-208008. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১), কারপেন্টার ১টি (জেনারেল), সাফাইওয়ালা ১টি (জেনারেল)।

6. AOC Base Repair Depot, Air-Force Station, Sulur, Coimbatore, Tamilnadu-641401. শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ১টি (তফসিলি), স্টোরকিপার ১টি (জেনারেল), এমটিএস ৬টি (জেনারেল ৩, তফসিলি ১, তফসিলি উপজাতি ১, প্রতিবন্ধী ১), সাফাইওয়ালা ১টি (জেনারেল)।

7. AOC Base Repair Depot, AF Station, Tughlakbad, PO. Pushpa Bhawan

শূন্যপদ: স্টোরকিপার ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১)। সাফাইওয়ালা ১টি (তফসিলি)।

8. CO Base Repair Depot, Air Force Station, Avadi, Chennai-600055, শূন্যপদ: সি অ্যান্ড এসএমডব্লু ১টি (প্রাক্তন সমরকর্মী)।

9. AOC, Base Repair Depot, Air Force Chandannagar, Opp. D'mello, Petrol Pump, Nagar Road, Pune. শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ১টি (জেনারেল), স্টোরকিপার ১টি (জেনারেল), এমটিএস ২টি (জেনারেল ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)।

10. AOC,Base Repair Depot, Air force Station, Ojhar, Nashik, Pin-422221 (Maharastra) শূন্যপদ: মেস স্টাফ ২টি (জেনারেল), এমটিএস ৪টি (তফসিলি ১, তফসিলি উপজাতি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা ৩টি (ওবিসি ২, বধির প্রতিবন্ধী ১)

11. CO, Air Force Station, Bank Camp, Najafgarh, New Delhi-110043. শূন্যপদ: কুক ২টি (জেনারেল)

12. AOC, Base Repair Depot, Air-force Palam. New Pinto Park, New Delhi-110010. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ২টি (জেনারেল ১, ওবিসি ১), পেইনটার ১টি (ওবিসি), মেস স্টাফ ১টি (ওবিসি), এমটিএস ২টি (ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)

13. CO, Base Repair Depot, Air-Force Station, Borjhar, Dist. Kamrup, Guahati, শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ১টি (জেনারেল)

14. CO, Base Repair Depot, Air-Force Palam, New Delhi-110010. শূন্যপদ: টেলর ১টি (ওবিসি), লেদার ১টি (জেনারেল)।

15. AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Avadi, IAF (POST), Chennai, শূন্যপদ: ফায়ারম্যান ১টি (ওবিসি)। এমটিএস ১১টি (জেনারেল ৪, তফসিলি ২, ওবিসি ২, প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ২)।

16. AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Manauri, Dist. Allahabad (UP)-212212. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১ (তফসিলি), ফায়ারম্যান ১টি (জেনারেল)। এমটিএস ৫টি (জেনারেল ৩, তফসিলি ১, ওবিসি ১)

17. AOC, Equipment Depot, Air force, Air Force Station, Devlali (South)-422501 , Dist Nasik (Maharastra), শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ২ টি (জেনারেল ১, তফসিলি১)। স্টোরকিপার ৩টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১)। কুক ১টি (ওবিসি)। এমটিএস ৭টি (জেনারেল ৩, তফসিলি ১, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১), সাফাইওয়ালা ২টি (জেনারেল)।

18. AOC, Equipment Depot, Air force, Vimanpura PO, opp HAL Helicopter Division, Bangalore-560017, শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ১টি (তফসিলি)। স্টোরকিপার ৩টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১, ওবিসি ১)। কারপেন্টার ১টি (জেনারেল)। এমটিএস ৩টি (জেনারেল ১, ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)

19. CO, Equipment Depot, Air force, Palam, New Delhi-110010. শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (তফসিলি)।

20. AOC, Equipment Depot, Air force, Amla Depot (PO), Dist. Betul, M.P-460553, শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি (জেনারেল) কারপেন্টার ৩টি (জেনারেল ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। ফায়ারম্যান ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১)। লেবারার ৪টি (জেনারেল ১, ওবিসি ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। সাফাইওয়ালা ৩টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)।

21. CO, Upaskar Depot, Airforce Station, Chakeri, Kanpur-208008. শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ১টি (জেনারেল)। স্টোরকিপার ২টি (জেনারেল)। এমটিএস ৩টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)।

22. CO, Equipment Depot, C/o 408, Air Force Station, Hakimpet, Secunderabad-500014 (AP). শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি (ওবিসি)। এমটিএস ১টি (জেনারেল)।

23. CO Equipment Depot, Air force, Air Force Station, Kheria, P.O. Kheria, Agra-282008(UP). শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি (ওবিসি), এমটিএস ২টি (জেনারেল ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। সাফাইওয়ালা ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

24. CO, Movement Control Unit, Air force, Terminal 1B CSI Airport, Mumbai-400099. শূন্যপদ: কার্পেন্টার ১টি (জেনারেল)। এমটিএস ২টি (জেনারেল ১, ওবিসি ১)

25. CO, Air Stores Park, Air Force Station, Gurgaon, Haryana-122055. শূন্যপদ: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ২টি (জেনারেল ১, তফসিলি ১)।

26. 3 Airmen, Selection Centre Air Force, Chakeri, Kanpur-208008. শূন্যপদ: এমটিএস ১টি (জেনারেল)। সাফাইওইয়ালা ১টি (জেনারেল)।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও ইনফর্মেশন টেকনোলজির অধীনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি (NIELIT), কলকাতা মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন টেকনোলজির 'ও' লেভেল কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। ১ বছরের কোর্স। পাঠ্যক্রমে রয়েছে ইনফরমেশন টেকনোলজির পরিচিত, মাল্টিমিডিয়ার পরিচিত, মাল্টিমিডিয়া প্রোসেসিং টেকনিক্স ও মাল্টিমিডিয়া ডিজাইন প্রিন্সিপালস ও অ্যাপ্লিকেশনস। ক্লাস হবে সপ্তাহে ৪ দিন। সোম, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত। কোর্স ফি ২৪,০০০ টাকা। কিস্তিতে টাকা দেওয়ার সুযোগ আছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কোনও খরচ লাগবে না। ক্লাস শুরু হবে এপ্রিল থেকে। বাছাই প্রার্থীদের শেখা ও আয়ের সুযোগ আছে। ভর্তির জন্য ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.nielit.gov.in/kolkata. এছাড়াও নিচের ঠিকানা থেকে ফর্ম পাবেন। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, নাইলিট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০০৩২। ফোন: (০৩৩) ২৪১৪ ৬০৮১/৯৮৭৪১২৩১৯৮ (সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা)।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ ২০১৭

টিপস

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ট্রেডসম্যান ও ফায়ারম্যান পদে ৯ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ২০ মাউন্টেন ডিভিশন অর্ডন্যান্স ইউনিট 'ফায়ারম্যান' ও 'ট্রেডসম্যান মেট' পদে ৯জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: **ফায়ারম্যান:** মাধ্যমিক পাসরা হিন্দিতে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে আবেদন করতে পারেন। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি। তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১.৫ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি। আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। সিরিয়াল নং 2. **ট্রেডসম্যান মেট:** মাধ্যমিক পাস-রা হিন্দিতে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে যোগ্য। আইটিআই থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ২)। সিরিয়াল নং 1.

সব পদের বেলায় বয়স হিসাব করতে হবে ৭-০৪-২০১৭-র হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। দুই পদের বেলাতেই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে লিখিত পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের ১৫০টি প্রশ্ন হবে। ১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং: ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, ২) নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড: ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, ৩) জেনারেল ইংলিশ: ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, ৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস: ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘণ্টা। ইন্টারভিউ নেই। দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে। সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ২) গেজেটেড অফিসারের দেওয়া ক্যারেকটার সার্টিফিকেট, ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাক টিকিট সাঁটা ১টি খাম, ৪) এখনকার তোলা ও গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। (১ কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডে সেঁটে)।

দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে, স্পিড ডাকে ও সাধারণ ডাকে। ৭ এপ্রিলের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Commanding Officer, 20 Mtn. Div. Ord Unit, Pin 909020, C/o 99 APO.

দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বেস হাসপাতালে ২২জন সহায়িকা নিয়োগ

দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বেস হাসপাতাল ওয়ার্ড সহায়িকা, সাফাইওয়ালি, সাফাইওয়ালা, ট্রেডসম্যান মেট, মালি ও ওয়াশারম্যান পদে ২২জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাসরা আবেদনের যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৭-৪-২০১৭-র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুযায়ী ছাড় পাবেন। পে ম্যাট্রিক্স ১৮০০০ টাকা। শূন্যপদ: ওয়ার্ড সহায়িকা পদে ১০টি (সাধারণ ৬, ওবিসি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। সাফাইওয়ালি পদে ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। সাফাইওয়ালা পদে ৫টি (সাধারণ ৩টি, ওবিসি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। ট্রেডসম্যান মেট পদে ১টি (সাধারণ), মালি পদে ১টি (সাধারণ), ওয়াশারম্যান পদে ২টি (সাধারণ)।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে প্রথম পত্রে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, দ্বিতীয় পত্রে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, তৃতীয় পত্রে জেনারেল ইংলিশ। সফল হলে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা ও প্র্যাকটিক্যাল টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে।

দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে। সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, ২) এখনকার তোলা ও স্ব-প্রত্যয়িত ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো (১টি দরখাস্তে ও অন্যটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে)। ৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৪০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for the post of Ward Sahayika/Safaiwala/Safaiwali/Tradesman Mate/Mali/Washerman' ও ক্যাটেগরি নং UR/ST/OBC.

দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। দরখাস্ত পৌঁছতে হবে সাধারণ ডাকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে এই ঠিকানায়: The Commandant,Base Hospital Delhi Cantt.-10.

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে নার্সিংয়ের ডিগ্রি কোর্স

নার্সিংয়ের বিএসসি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। এই কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা ১১ জুন। পরীক্ষাকেন্দ্র বারাণসী। আসনসংখ্যা:১০০টি। সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৭।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। বয়স: ৩১-১২-২০১৭ তারিখে ১৭ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। ৪০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে প্রশ্ন হবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বোটানি এবং জুলজি বিষয়ে। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ২৫টি প্রশ্ন। পরীক্ষার সময় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা। কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই।

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.bhu.ac.in/ims বা www.formzero.in/imsbhu. প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল। ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ১০০০ টাকা। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং অথবা অফলাইনে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিজের কাছে নিয়ে রাখতে হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

সার্টিফিকেট কোর্স: প্লাস্টিক্স টেকনিশিয়ান

প্লাস্টিক্স টেকনিশিয়ানের ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক্স ইনস্টিটিউটের কলকাতা কেন্দ্র। কোর্সটি একইসঙ্গে চাকরি এবং স্বনিযুক্তির সহায়ক।

অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পাস হলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান শাখার উচ্চমাধ্যমিকরা ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। প্লাস্টিক্স শিল্পে কর্মরতরা শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ছাড় পেতে পারেন। সপ্তাহে ৩ দিন বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ক্লাস। ফি ৬০০০ টাকা।

১০০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম এবং প্রোস্পেক্টাস পাওয়া যাবে এই ঠিকানা থেকে: ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক্স ইনস্টিটিউট, এফ-৭, বেহালা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট,৬২০, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা চৌরাস্তা, কলকাতা-৭০০০৩৪।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

- naukri.com
- monster.com
- timesjobs.com
- shine.com
- placementIndia.com
- careerage.com
- jobstreet.co.in
- jobsDB.com
- jobisjob.com
- sarkarinaukricom.com

পাইলট হওয়ার ট্রেনিং

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি পাইলট হওয়ার ট্রেনিং দিচ্ছে। ফিজিক্স, অঙ্ক ও ইংরেজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা অঙ্ক ও ফিজিক্স বিষয়ে অন্তত ৫৫% (তফসিলি ও ওবিসিরা ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর ইংরেজিতে পাস নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে এই কোর্সে জয়েন করার দিন থেকে ন্যূনতম ১৭ বছর। ফি ৩৮ লক্ষ টাকা। টাকা দিতে পারবেন ৪টি কিস্তিতে। ছেলেমেয়েদের হোস্টেল আছে। ৩৬ মাসের কোর্স। সিট ১৫০টি। সাধারণ ৭৫, ওবিসি ৪১, তফসিলি জাতি ২৩, তফসিলি উপজাতি ১১। সেশন শুরু জুলাই-আগস্টে ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। সফল হলে কানপুরের ছত্রপতি সাহুজি মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি পাবেন। এই কোর্সে গ্রাউন্ড ও ফ্লাইং ট্রেনিং হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, পাইলট অ্যাপটিটিউড টেস্ট, ভাইভা ও ইন্টারভিউ বা সাইকোমেট্রিক টেস্টের মাধ্যমে। অনলাইন লিখিত পরীক্ষা হবে ১৪ মে কলকাতা,দিল্লি,হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মুম্বইয়ে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল ইংলিশ, অঙ্ক, ফিজিক্স, রিজনিং অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে। প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক মানের। নেগেটিভ মার্কিং নেই। তফসিলি, ওবিসিরা কাটঅফ নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ৪ মে। ইন্টারভিউ, অ্যাপটিটিউড টেস্ট ও সাইকোমেট্রিক টেস্টের জন্য তফসিলিরা দ্বিতীয় শ্রেণির রেলের ভাড়া পাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১২ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.igrua.gov.in. এর জন্য একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। পরীক্ষার ফি বাবদ ৬০০০ টাকা ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা স্টেট ব্যাংকের চালানে জমা দেবেন। তফসিলিদের ফি লাগবে না।

বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ঠিকানায় : The Director, Indira Gandhi Rastriya Uran Academy, Fursatganj Airfield, Raebareli (U.P) 229302.